বিজিএ/শ্রম/২০২৫/১০২

১৯ মে, ২০২৫

সকল সম্মানিত সদস্যের জন্য

বিষয় ঃ পোশাক শিল্প কারখানাতে আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল আজহার ছুটি নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিজিএমইএ কর্তৃক প্রেরিত গত ৭ মে, ২০২৫ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত ১৩ মে, ২০২৫ তারিখে (পত্র নং-৪০.০০.০০০০.০৪২.৯৯.০০১.২২-৩১১) ঈদ-উল-আজহার ছুটির বিষয়ে মতামত প্রদান করেছে।

উক্ত পত্রে "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এবং চলতি বছরে সরকার কর্তৃক পবিত্র ঈদ-উল আজহা উপলক্ষ্যে ১০ (দশ) দিন ছুটি ঘোষনার আলোকে কারখানায় উৎসব ছুটির বিষয়টি মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সাথে আলোচনাপূর্বক নির্ধারণ করে ঈদ-উল আজহার ছুটি প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো" মর্মে উল্লেখ করেছে। উক্ত পত্র থেকে এটি স্পষ্ট যে, ঈদ-উল আজহার ছুটি প্রদানের বিষয়টি শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার আলোকে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সাথে আলোচনাপূর্বক নির্ধারণ করার জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কলকারখানার জন্য প্রযোজ্য নয়।

আপনার অবগতির জন্য শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা'র সংশ্লিষ্ট বিধান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা - ১১৮। উৎসব ছুটি।- (১) প্রত্যেক শ্রমিককে প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে এগার দিনের মজুরী সহ উৎসব ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ভাবে মালিক উক্ত ছুটির দিন ও তারিখ স্থির করবেন।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি - ১১০। উৎসব ছুটি।- (১) প্রত্যেক মালিক তার প্রতিষ্ঠানের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির (যদি থাকে) সহিত আলোচনাক্রমে প্রতি বৎসর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের উৎসব ছুটি নির্ধারণ করবেন, যা ১১ (এগার) দিনের কম হবে না।

(২) মালিক উক্ত ছুটির তালিকা প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিকের জ্ঞাতার্থে নোটিস বোর্ডে লটকাইয়া রাখবেন এবং উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(৩) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি না থাকলে মালিক বিষয়টি অংশগ্রহণকারী কমিটিতে আলোচনাক্রমে উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উৎসব ছুটি নির্ধারণ করবেন।

(৪) কোন প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটি কোনটিই না থাকলে মালিক যতদূর সম্ভব শ্রমিকদের সহিত আলোচনাক্রমে উক্ত ছুটি নির্ধারণ করবেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা-১০৪। ক্ষতিপূরণ মূলক সাপ্তাহিক ছুটি।- -------

তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকগণ ইচ্ছা প্রকাশ করলে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করে পরে উক্ত সাপ্তাহিক ছুটি উৎসব ছুটির সংঙ্গে যোগ করে ভোগ করতে পারবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কাজের জন্য কোনো অধিকাল ভাতা প্রদেয় হবে না।

অতএব, আপনার কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনা করতঃ পূর্ব নির্ধারিত উৎসব ছুটির সাথে সাপ্তাহিক ছুটির দিন জেনারেল হিসেবে কাজ করিয়ে উৎসব ছুটির সাথে সমন্বয় করে ২০২৫ সালের ঈদ-উল আজহার উৎসব ছুটি নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

১৯/৫/২০২৫

মোঃ ফয়জুর রহমান

মহা সচিব

BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি
· বাংলাদেশে তৈরি ·

BGMEA Complex, House # 7/7A, Block # H-1, Sector # 17, Uttara, Dhaka-1230, Bangladesh. Tel: +880 9638012345 | E-mail: info@bgmea.com.bd | Web: www.bgmea.com.bd
Regional Office: BGMEA Bhaban (Level- 4 & 5), 669/E, Jhautala Road, South Khulshi, Chattogram. Tel: +880-2333379125-7 (PABX) | Fax: +880-2333379127 | E-mail: info@bgmeactg.org